শিল্প সম্পর্কের ভূমিকা

Introduction to Industrial Relations

১

শিল্প সম্পর্ক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি কাজ। শিল্প সম্পর্ক হলো শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালিক, শ্রমিক ও সরকার পক্ষের পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার শাস্ত্রীয় জ্ঞান। শিল্প সম্পর্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উপাদানের একটি সমন্বিত ধারণা। পাশাপাশি শিল্প সম্পর্ক সুষ্ঠু ভাবে বজায় রাখার জন্য বহুমুখী বিষয়ের জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ধারণা থাকা দরকার। এই যৌক্তিক কারণে ব্যবসায় প্রশাসনের স্নাতকোত্তর (এম.বি.এ.) শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্প সম্পর্ক অবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে। যা হোক, এই ইউনিটে শিল্প সম্পর্কের প্রকৃতি,পরিচয় ও তাত্ত্বিক মডেল বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করি এই ইউনিট থেকে ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষার্থীরা শিল্প সম্পর্কের প্রাথমিক ধারণাসমূহ জানতে পারবেন এবং বাস্তবে শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে সমর্থ্য হবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ- ১.১ : পাঠ- ১.২ :	

পাঠ ১.১ শিল্প সম্পর্ক ঃ ভূমিকা
Industrial Relations: Introduction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্প সম্পর্ক কী তা বলতে পারবেন;
- শিল্প সম্পর্কের উপাদানসমূহ বলতে পারবেন;
- শিল্প সম্পর্কের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প সম্পর্কের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প সম্পর্ক একটি'কুড়িয়ে পাওয়া শাস্ত্র' কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প সম্পর্কের আওতা বর্ণনা করতে পারবেন ;
- শিল্প সম্পর্কের উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন ;
- শিল্প সম্পর্কের কাজগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

সূচনা বক্তব্য
Introduction

শিল্প সম্পর্ক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিল্পে শান্তি বজায় রাখা ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শিল্প সম্পর্ক বিশেষ ভাবে দরকার। মালিক ও শ্রমিক পক্ষ নিয়োগ শর্তাবলী ও কাজের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে শিল্পে কোন অসন্তোষ থাকে না। ফলে উৎপাদন অব্যাহত থাকে, মালিক তার আয় পায়, আর শ্রমিকেরা তাদের মজুরি পায়।এমন একটি শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই শিল্প সম্পর্ক কাজ করে। যা হোক, এই পাঠে শিল্প সম্পর্কের প্রাথমিক ধারণা যথা সংজ্ঞা, প্রকৃতি, উপাদান, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আমরা শিল্প সম্পর্ক বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে জানব।

শিল্প সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়?
What is meant by Industrial Relations?

শিল্প হলো পণ্য ও সেবা উৎপাদনের মাধ্যম। দেশের সংবিধান, আইন ও বিধি মেনে শিল্পকে কাজ করতে হয়। এ ছাড়া, শিল্পের সঙ্গে জড়িত পক্ষগণ তথা সরকার, উদ্যোক্তা বা মালিক, ব্যবস্থাপকীয় কর্মচারি ও শ্রমিক কর্মচারি মিলেমিশে পণ্য ও সেবা উৎপাদন করার কাজ করতে হয়। বর্তমান বৈশ্বিক অবস্থায় শিল্পকে আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতি-নির্দেশনাও মেনে চলতে হয়। যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জাতিসংঘ,আন্তর্জাতিক মান সংস্থা ইত্যাদির প্রণীত নির্দেশনা মেনে না চললে বিশ্ব বাজারে পণ্য বা সেবা প্রবেশ করতে পারে না।

শিল্প সম্পর্ক হচ্ছে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা হলো একটি সাংগঠনে কর্মরত মানুষদের ব্যবস্থাপনা করার দর্শন, নীতি, প্রক্রিয়া ও অনুশীলন সম্পর্কিত সমন্বিত সিদ্ধান্ত, যার মাধ্যমে সাংগঠনিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা বাড়ে এবং কর্মচারিদের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। এই মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে সন্তুষ্ট শ্রমশক্তি বজায় রাখা।

শিল্প সম্পর্ক বলতে শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার শাস্ত্রীয় জ্ঞান। শিল্প সম্পর্ক প্রধানতঃ মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। বর্তমানে আরও অনেক প্রভাব বিস্তারকারী পক্ষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে সব পক্ষের মধ্যস্থিত পারস্পারিক সম্পর্ককে শিল্প সম্পর্ক বলে অভিহিত করা হয়। শিল্প সম্পর্কের কোন একক সর্বজনগ্রাহ্য সম্পূর্ণ ধারণা নেই। সে জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদত্ত শিল্প সম্পর্কের সংজ্ঞা জানা

দরকার। তা হলেই হয়তো একটি পূর্ণ ধারণা লাভ করা যাবে। এ লক্ষ্যে শিল্প সম্পর্ক কি এ বিষয়ে কয়েকটি প্রধান সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো -

শিল্প সম্পর্ক হলো শ্রমিক, ব্যবস্থাপক ও সরকারের মধ্যকার জটিল আন্তঃসম্পর্ক।-ডানলপ (১৯৫৮) [Industrial relations are the complex interrelations among workers, managers and government.]

শিল্প সম্পর্ক হলো একদিকে রাষ্ট্র ও অন্য দিকে নিয়োগকারী এবং কর্মচারিদের সংগঠনের মধ্যকার সম্পর্ক অথবা পেশাগত সংগঠনদের মধ্যস্থিত সম্পর্ক।-আইএলও।[Industrial Relations are the relationships between the state on the one hand and the employers' and employees' organizations on the other or are the relationships among the occupational organizations themselves.]

শিল্প সম্পর্কের মধ্যে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিক সম্পর্ক, নিয়োগকারী ও কর্মচারিদের মধ্যে যৌথ পরামর্শ, নিয়োগকারীদের বা তাদের সংগঠনের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ সম্পর্ক, এবং এই সব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত।-ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা (২০১০) [Industrial relations include individual relations and joint consultation between employers and work people at the place of work, collective relations between employers or the organizations and the trade unions, and the part played by the state in regulating these relations.]

শিল্প সম্পর্ক বলতে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র এবং নিয়োগ সংক্রান্ত মানব কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নির্দিষ্ট বিষয়গুলোরএকটি সমষ্টিক পাঠ বোঝায়।-সালামন(২০০০)।[Industrial relations denote a specialist area of organizational management and study a particular set of phenomena associated with regulating the human activity of employment.]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে বলা যায়, শিল্প সম্পর্ক শুধু একটা সাংগঠনিক কাজ নিয়ন্ত্রণকারী বিষয় নয়, এটি বরং বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃত একটি বহুপাক্ষিক সম্পর্ক। এই পক্ষগুলো মধ্যে যেমন মালিক ও শ্রমিক পক্ষ আছে, তেমনই তাদের সংগঠনও আছে। এছাড়া আছে সরকার। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী ও এদের প্রভাবও বিবেচনার দাবী রাখে। এ জন্য অনেকে মনে করেন, শিল্প সম্পর্ক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সমন্বিত ধারণা। নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে বলা যায়, শিল্প সম্পর্ক হলো শ্রমিক - শ্রমিক, শ্রমিক - মালিক, মালিক - মালিক, শ্রমিক সংগঠন - মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন - শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন - মালিক সংগঠন এর মধ্যস্থিত সম্পর্ক এবং এদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ককে বোঝায়। এই শিল্প সম্পর্ক সামাজিক - রাজনৈতিক -অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শন, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান দ্বারা চালিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, শিল্প সম্পর্ক একটি বহু পাক্ষিক সম্পর্ক যা বহুবিষয় ভিত্তিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয় এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী পক্ষগণের পারস্পারিক সন্তুষ্টি বজায় রেখে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা।
এবার শিল্প সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে বলব।

শিল্প সম্পর্কের প্রকৃতি

Nature of Industrial Relations

কোন কিছুর প্রকৃতি বলতে তার অন্তর্নিহিত ধারণাগুলো বোঝায় যেগুলো সামষ্টিক ভাবে সে বিষয়ের ধারণা গঠন করে। এবার চলুন শিল্প সম্পর্কের সেই প্রকৃতি জেনে নেয়া যাক।

১। **শিল্প সম্পর্ক একটি সমন্বিত ধারণা।** শিল্প সম্পর্ক ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত এক সমন্বিত ধারণা। প্রতিষ্ঠানের ব্যষ্টিক উপাদান হলো ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক, সাংগঠনিক সংস্কৃতি ইত্যাদি। আর সামষ্টিক উপাদান বলতে প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক - সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক-আইনগত , সরকার ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ ও বাজারকে বোঝায়। এই দুই উপাদানের সমন্বিত ধারণা হলো শিল্প সম্পর্ক।

২। **শিল্প সম্পর্ক নিয়োগ সম্পর্কসহ অসম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কের সাথে জড়িত।** শিল্প সম্পর্ক প্রধাণতঃ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত নিয়োগ চুক্তি দ্বারা উদ্ভুত নিয়োগ-সম্পর্ক ও তা থেকে উদ্ভুত পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহ সন্তোষজনক মাত্রায় বজায় রাখার বিষয় নিয়ে কাজ করে। একই ভাবে, প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ক্ষমতার অসম বন্টন ও সাংগঠনিক কর্তৃত্বের সোপান এবং তার আওতা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও কাজ করে।

৩। **শিল্প সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন ও অসীম।** শিল্প সম্পর্ক একটা চলমান ধারণা। এটির নির্দিষ্ট সীমা নেই। প্রাতিষ্ঠানের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্প সম্পর্ক পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। সে জন্য, শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা সার্বক্ষণিক ভাবে দেশে ও বিদেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি নতুন অবস্থা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন আইন-কানুন আসছে তা পর্যবেক্ষণ করে ও প্রয়োজন হলে শিল্পে প্রয়োগ করে। এ জন্য শিল্প সম্পর্ক চলমান, নিরবচ্ছিন্ন ও অসীম।

৪। **শিল্প সম্পর্ক ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উপাদানসমূহের পরস্পর নির্ভরশীল একটা সিস্টেম।** শিল্প সম্পর্ক একটা সিস্টেমস্ ধারণা। একটা সিস্টেম কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল উপব্যবস্থা বা উপসিস্টেম নিয়ে গঠিত, যা একটি সামগ্রিক সত্তা হিসেবে কাজ করে। একই ভাবে শিল্প সম্পর্কও একটি সিস্টেম যা ব্যবস্থাপনা, সরকার, শ্রমিক কর্মচারি, ও সামষ্টিক উপাদানের পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল উপাদানসমূহের সমষ্টি হয়ে একটি সমগ্রক হিসেবে কাজ করে। এটি কোন একক উপাদন নয়, বরং এটি বহু উপাদানের বহুমাত্রিক দিক নিয়ে গঠিত একটি সমন্বিত বিষয়।

৫। **শিল্প সম্পর্ক একটি বহুবিষয় ভিত্তিক শাস্ত্র।** শিল্প সম্পর্ক শিল্পে কর্মরত মানুষদের নিয়োগ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে হতে পারে এটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। কিন্তু শিল্প সম্পর্কের বহুমাত্রিক ব্যবহার ক্ষেত্রের কারণে অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, অংক, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক ধরনের জ্ঞান এটির সঙ্গে জড়িত। তাই, একক কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে সন্তোষজনক শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা যায় না। এ জন্য দরকার হবে বহু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। এ কারণে শিল্প সম্পর্ককে একটি বহু বিষয়ভিত্তিক শাস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬। **শিল্প সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।** শিল্প সম্পর্ক কি তা খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। শিল্প সম্পর্কের উদ্ভবের কারণ ও প্রকৃতি নানা বিশেষজ্ঞ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ ছাড়া কোন একক ব্যাখ্যা থেকে সার্বিক শিল্প সম্পর্ক সম্মন্ধে জানা যায় না।

এবার আমরা শিল্প সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যাবলী

Features of Industrial Relations

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, শিল্প সম্পর্ক বহুপাক্ষিক সম্পর্কযুক্ত বহু বিষয়ের বহুমাত্রিক দিক নিয়ে গঠিত একটি সমন্বিত শাস্ত্র। এ জন্য শিল্প সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলী একটু জটিল। এ প্রেক্ষাপটে শিল্প সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যাবলী বিস্তৃত ভাবে নিচে বর্ণনা করা হলো -

১। শিল্প সম্পর্ক শ্রমিক, ব্যবস্থাপক ও রাষ্ট্রের তুলনামূলক ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং এদের মধ্যে ক্ষমতা-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

২। শিল্প সম্পর্ক শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে শিল্প প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত বিরাজমান বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করে ও সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানে নিয়মকানুনের নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে যার মাধ্যমে কার্যক্ষেত্র ও কার্য সম্প্রদায় প্রশাসিত? হয়।

৪। শিল্প সম্পর্ক আন্তর্জাতিক বন্ধন মেনে চলে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, জাতিসংঘের সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার দর্শন মেনে শিল্প সম্পর্ক পরিচালিত হয়।

৫। শিল্প সম্পর্ক ব্যক্তিক ও যৌথ উভয় প্রকার সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। শিল্প সম্পর্ক একদিকে শ্রমিক ও শ্রমিক, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপকের মধ্যস্থিত ব্যক্তি সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ রাখা নিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে শ্রমিক সংঘ

ও শ্রমিক সংঘ , শ্রমিক সংঘ ও মালিক সংঘ এবং মালিক সংঘ ও মালিক সংঘের মধ্যস্থিত দলীয় সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ রাখা নিয়ে কাজ করে।

৬। শিল্প সম্পর্ক একটি সামাজিক সম্পর্ক যা রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিল্প সম্পর্ক দেশের আইন-কানুন, রাজনেতিক দলের দর্শন, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক নিয়মাচার - মূল্যবোধ - অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সে অনুসারে বহুপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখে।

এখন দেখা যাক শিল্প সম্পর্কের বিষয়বস্তু কি কি।

শিল্প সম্পর্কের বিষয়বস্তু

Subject Matters of Industrial Relations

শিল্প সম্পর্ক একটি বহুশাস্ত্রীয় জ্ঞান। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে লব্ধ সূত্র, তত্ত্ব, ধারণা নিয়ে শিল্প সম্পর্ক শাস্ত্রের সৃষ্টি। সে জন্য শিল্প সম্পর্ককে একটি 'কুড়িয়ে পাওয়া শাস্ত্র' বলা যায়। এ বিষয়ে নিচের বর্ণনা পড়ুন ও ছকটি দেখুন।

১। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় কাজের ধরন, কাজের পরিবেশ, মজুরি, নিয়োগের নিরাপত্তা ইত্যাদি পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো অর্থনীতি।

২। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় কাজের উৎপত্তি, উন্নয়ন, মজুরি ও নিয়োগ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো ইতিহাস।

৩। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় সামাজিক দ্বন্দ্ব পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো সমাজবিজ্ঞান।

৪। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় সরকার, সংবাদ প্রতিষ্ঠান, প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি, শ্রেণী ও সংগঠনের মনোভাব সম্পর্কে পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো সামাজিক মনোবিজ্ঞান।

৫। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন সাংস্কৃতি, জাতি বা গোষ্ঠির সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো সাংস্কৃতি নৃবিজ্ঞান।

৬। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্যবিষয় শিল্পের নানা বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পলিসি সম্পর্কে পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

৭। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্যবিষয় বিরোধ নিষ্পত্তির আইনগত দিকগুলো সম্পর্কে পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো আইন।

৮। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্যবিষয় আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্য বা দিকনির্দেশনা সম্পর্কে পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

৯। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্যবিষয় কর্মচারিদের উপর যান্ত্রিক পরিবেশের প্রভাব, তাপমাত্র নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো প্রকৌশল।

১০। শিল্প সম্পর্কের আলোচ্যবিষয় ধর্মঘট ও অন্যান্য দ্বান্দ্বিক অবস্থার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ সম্পর্কে পর্যেষণা বা পাঠ। এ বিষয়ের মূল শাস্ত্র হলো অংক।

এবার দেখা যাক শিল্প সম্পর্কের উদ্দেশ্যাবলী কী।

শিল্প সম্পর্কের উদ্দেশ্যাবলী

Objectives of Industrial Relations

শিল্প সম্পর্কের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে শিল্পে শান্তি বজায় রাখা যেন নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রবাহ বজায় থাকে। এটিসহ শিল্প সম্পর্কের অন্যান্য সহগামী উদ্দেশ্যাবলী হলো -

১। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে উত্তম ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। শিল্প সম্পর্কের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা। এ জন্য নানাবিধ পদ্ধতি, কৌশল ও দিকনির্দেশনা ব্যবহার করে শিল্প সম্পর্ক শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে এই সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে।

২। শিল্পে শান্তি বজায় রাখা। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের অধিকার, স্বার্থ ও কল্যাণ বজায় রাখার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক শিল্পে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখতে পারে। ফলে, নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন বজায় থাকে ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। পারস্পারিকতার উপর অন্তঃপক্ষ সম্পর্ক ভাল থাকে। তাই, শিল্প সম্পর্কের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা পক্ষদ্বয়ের স্বার্থ এমন ভাবে সংরক্ষণ করা যাতে উভয় পক্ষ লাভবান হতে পারে। পারস্পারিক স্বার্থ বজায় থাকলে শিল্প সম্পর্ক ভাল থাকে।

৪। শিল্প বিরোধ এড়িয়ে চলা যাতে শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের বিরোধ স্বাভাবিক। এ জন্য শিল্প সম্পর্কের লক্ষ্য হলো এই বিরোধ যাতে না বাঁধে তার চেষ্টা করা। ফলে, শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও মুনাফার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিল্পীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। শিল্প সম্পর্ক প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পরিবর্তিত আর্থসামাজিক অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করে। এ জন্য সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও মুনাফার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিল্পীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে শিল্প সম্পর্ক কাজ করে।

৬। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। শিল্পে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রবাহ বজায় রাখার মাধ্যমে সংগঠনের মোট উৎপাদন বাড়ে এবং সেই সাথে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৭। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের যৌথ দরকষাকষিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে কোন সমস্যা হলে তা যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে নিজেদের মতামত আদানপ্রদান করে উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে পারে। এ লক্ষ্যে শিল্প সম্পর্কের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের যৌথ দরকষাকষিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।

৮। সংগঠনে আচরণিক শৃংখলা বজায় রাখা। শিল্প সম্পর্কের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো সংগঠনে শৃংখলা বিধি প্রণয়ন করা, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকীয় কর্মচারিদের প্রশিক্ষিত করা, তাদের তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা। এ ভাবে শিল্প সম্পর্ক সংগঠনে সকল পক্ষের আচরণিক শৃংখলা বজায় রাখে।

৯। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মাঝে পরস্পারিক গঠনমূলক মনোভাব সৃষ্টি করা। শ্রমিক ও মালিক পক্ষদের নিজেদের চিরবৈরী মনোভাব পরিবর্তন করে পারস্পারিক সহযোগী ও মিত্র ভাবতে হবে। এ লক্ষ্যে শিল্প সম্পর্ক শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মাঝে পরস্পারিক গঠনমূলক মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য কাজ করে।

এবার শিল্প সম্পর্কের আওতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প সম্পর্কের আওতা

Scope of Industrial Relations

১। **শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন ঃ** শিল্প সম্পর্ক শিল্পের প্রধান দুই পক্ষ শ্রমিক ও মালিক বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা,বজায় ও উন্নয়ন করার জন্য যাবতীয় সংশ্লিষ্ট কাজ করে। এ কাজকে শিল্প সম্পর্কের প্রধান আওতাভুক্ত কাজ বলা যায়।

২। **শিল্প শান্তি বজায় রাখা ঃ** শিল্প সম্পর্কের আওতায় শিল্প শান্তি বজায় রাখার কাজটিও পড়ে। শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন বজায় রাখার জন্য শিল্পে শান্তি অপরিহার্য।

৩। **শিল্পীয় গণতন্ত্রের উন্নয়ন ঃ** শিল্পীয় গণতন্ত্র হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করার একটি কৌশল। শ্রমিক-কর্মচারিদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কার্যপারদর্শিতা পেতে হলে শিল্পীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করতে হবে। এ কারণে এটি শিল্প সম্পর্কের আওতায় পড়ে।

৪। **যৌথ দরকষাকষি ঃ** সুষ্ঠুশিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার একটা প্রধান কৌশল হলো যৌথ দরকষাকষি। সুতরাং এটির প্রকৃতি ও কলাকৌশল শিল্প সম্পর্কের আওতায় পড়ে।

৫। **শিল্প বিরোধ মিটানোর পদ্ধতি ঃ** সব দেশেই শিল্প বিরোধ মিটানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এগুলো জানা না থাকলে শিল্প বিরোধ মিটানো যায় না,শিল্প সম্পর্কও ভাল করা যায় না। এ জন্য এটি শিল্প সম্পর্কের আওতায় পড়ে।

৬। **শ্রম আইন ও পলিসিঃ** আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে দেশে শ্রম আইন ও পলিসি প্রবর্তিত হয়। শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এ প্রেক্ষাপট পর্যেষণা করে শ্রম আইন ও পলিসি সম্পর্কে প্রস্তাবনা করা যায়। এ কারণে শ্রম আইন ও পলিসি শিল্প সম্পর্কের আওতাভুক্ত।

৭। **শিল্প অভিযোগঃ** শিল্প অভিযোগ শ্রমিক-কর্মচারিদের কার্যক্ষেত্রের অসন্তোষ থেকে উত্থিত হয়। এগুলোর প্রকৃতি পর্যালোচনা করা, ও উপযুক্ত সমাধান প্রদান করা শিল্প সম্পর্কের আওতাভুক্ত বিষয়।

৮। **সরকার, ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ** শিল্প সম্পর্কেও মূখ্য পক্ষসমূহ হচ্ছে সরকার, ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনা। এই পক্ষগুলোর প্রকৃতি, ধরন-ধারণ, গতি-প্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যক। তাই, এগুলো শিল্প সম্পর্কের আওতাভুক্ত বিষয়।

৯। **শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ ঃ** শিল্প সম্পর্ক জটিল ও বহু বিষয় ভিত্তিক একটা বিষয়। বিশেষ কলাকৌশল জানা না থাকলে ভালভাবে শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা করা যায় না। সে কারণে ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ও ইউনিয়ন নেতাদের শিল্প সম্পর্ক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরী। তাই, এটি শিল্প সম্পর্কের আওতাভুক্ত বিষয়।

এবার শিল্প সম্পর্কের কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প সম্পর্কের কার্যাবলী

Functions of Industrial Relations

একটি শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যস্থিত পারস্পারিক সম্পর্ককে শিল্প সম্পর্ক বলে। আন্তঃপাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শিল্প সম্পর্ককে বহুমুখী কাজ করতে হয়। সে কাজগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১। নিয়োগকারী - কর্মচারি সম্পর্ক রক্ষাকরণ

শিল্প সম্পর্কের অন্যতম প্রধান কাজ হলো নিয়োগকারী কর্মচারির মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রক্ষাকরণ। এজন্য শিল্প সম্পর্ক প্রতিটি কর্মচারির মনে শিল্পের প্রতি 'আপন সম্পদ' মনোভাব গড়ে তোলে। এই সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য শিল্প সম্পর্ক প্রত্যেক কর্মচারির প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেয়, কর্মচারিকে মানুষের মর্যাদায় গ্রহণ করে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ও তাকে শিল্পের অংশীদার করে। নিয়োগকারী ও কর্মচারি সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য শিল্প সম্পর্ক কর্মচারিদের বেতন, পেশাগত জীবনের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপকদের উন্নয়ন, পদোন্নতি, অবসর সুবিধা, স্বাস্থ্য সুবিধা, অভিযোগ সমাধা, শৃংখলা রক্ষা, পরামর্শ দান, নিরাপত্তা, দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করে।

২। শ্রমিক ইউনিয়ন - ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক রক্ষাকরণ

শিল্প সম্পর্ক প্রশাসনিক নীতি ও বিধি-বিধানের মাধ্যমে সুষ্ঠু, সাবলীল ও কল্যাণকর শ্রমিক ইউনিয়ন -ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক বজায় রাখে। এটি একটি আন্তঃদলীয় সম্পর্ক যার একদিকে শ্রমিক সংঘ ও অন্যদিকে ব্যবস্থাপকগণ। এই সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌথ স্বার্থ ও মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং স্বাস্থ্যকর শ্রমিক - ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক বজায় রাখা। এজন্য শ্রমিক সংঘের ও যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট-এর স্বীকৃতিদান, শিল্প বিরোধ নিরসনের কার্যক্রম গ্রহণ, দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় শিল্প বিরোধ মিমাংসার কৌশল ব্যবহার, শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩। শিল্পীয় শান্তি ও উৎপাদনশীলতা রক্ষাকরণ

শিল্প সম্পর্ক শিল্পীয় শান্তি বজায় রাখা এবং উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা ও তা বৃদ্ধি করার কাজ করে। এজন্য শ্রমিক - ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক উন্নতকরণ, সব ধরণের ধর্মঘট রোধকরণ, লকআউট ও লেঅফ প্রতিরোধকরণ, প্রযুক্তি উন্নতকরণ, উৎপাদন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণে কর্মচারিদের সহযোগিতা অর্জন, অতিরিক্ত শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্যত্র পদায়নের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি কাজগুলো সম্পাদন করা হয়।

৪। শিল্পীয় গণতন্ত্র বাস্তবায়ন

শিল্প সম্পর্ক সৌহাদ্যমূলক ও সাবলীল করার অন্যতম কৌশল হলো শিল্পীয় গণতন্ত্র। শিল্পীয় গণতন্ত্র হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করার একটি কৌশল। এটি এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে যেখানে ব্যক্তি মুক্ত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। এই মুক্তি হলো কোন রকম অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ, কঠোর শাসন বা স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি। শিল্পীয় গণতন্ত্র সাধারণ সামাজিক, সাংস্কৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে পারস্পারিক সংঘাত, দ্বন্দ্ব, বিরোধ প্রতিরোধ করে। এ কারণে শিল্প সম্পর্ক শিল্পীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ, আর্থিক মুনাফার উদ্দেশ্য ও সামাজিক মুনাফার উদ্দেশ্য , শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব ও শাসন, এবং দরকষাকষি ও সহযোগিতার মধ্যস্থিত দ্বন্দ্ব নিরোসন করার চেষ্টা করে। এ লক্ষ্যে শিল্প সম্পর্ক শিল্পীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে সব বিষয় শিল্পে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেগুলো হলো শিল্পে মানবিকতা আনা, ব্যক্তি কর্মচারির উপর আলোকপাত, জনসংযোগ, ব্যবসায়কে সামাজিকীকরণ, অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক কল্যাণ কমিটি গঠন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে।

৫। জনসংযোগ

শিল্প সম্পর্ক শিল্পের উপর প্রভাববিস্তার করতে পারে এমন সকল পক্ষের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। এর ফলে যে বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হয় তা সকল পক্ষের সুবিধা হয় এমন পারস্পারিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, বজায় ও প্রসার নিশ্চিত করে। এ কাজের সফলতার জন্য শিল্প সম্পর্ক কর্মচারি মনোভাব জরিপ, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, শ্রমবিষয়ক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ, প্রতিষ্ঠানের শিল্প সম্পর্ক নীতি প্রণয়ন, বিচারিক ও সমবিচারিক বিরোধ মীমাংসায় অংশগ্রহণ এবং আপোষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করে।

এবার আলোচ্য বিষয় হলো শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব।

শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব

Importance of Industrial Relations

শিল্প সম্পর্ক কোন প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রবাহ বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। কোন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পারস্পারিক স্বার্থ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক সাংগঠনিক কাজে সকল পক্ষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। যা হোক, সার্বিক বিচারে শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **শিল্প শান্তি ঃ** শিল্প সম্পর্ক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পারস্পারিক স্বার্থ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও আইনী হস্তক্ষেপ করার সুযোগ বিলোপ করে শিল্প শান্তি নিশ্চিত করে। অব্যাহত উৎপাদনের জন্য শিল্প শান্তি অপরিহার্য।

২। **উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ** শিল্প সম্পর্ক শ্রমিক অসন্তোষের কারণগুলো নিরসন করে ও পারস্পারিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ফলে, প্রণোদিত শ্রমিক কর্মচারিরা সর্বোচ্চ কর্ম প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৩। **সন্তোষজনক শিল্প পরিবেশ ঃ** শিল্প সম্পর্ক কোন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পারস্পারিক স্বার্থ সমুন্নত রাখে। ফলে, শিল্পে মানব সম্পর্ক সাবলীল ও সৌহার্দ্যমূলক হয়। সে কারণে সন্তোষজনক শিল্প পরিবেশ বজায় থাকে যা শ্রমিক কর্মচারিদের সাংগঠনিক কাজে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

৪। **কর্মচারিদের কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি ঃ** শিল্প সম্পর্ক সকল পক্ষের পারস্পারিক স্বার্থ রক্ষা করে ও আন্তঃপাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে, ব্যবস্থাপনা ও শমিকদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পরিবর্তে আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে কর্মচারিদের কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় ও তারা কাজে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে।

৫। **প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ঃ** শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানে উত্তম মানব সম্পর্ক নিশ্চিত করে এবং বহুপাক্ষিক সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ শিল্প পরিবেশ বজায় রাখে। শিল্প গণতন্ত্রের চর্চার মাধ্যমে শ্রমিক,ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য পক্ষের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা কায়েম করে। ফলে, সংগঠনব্যাপী সমন্বিত ও প্রণোদিত টিম ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে। এ কারণে সাংগঠনিক সক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

৬। **কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি ঃ** মনোবল হলো কর্মীবাহিনীর সামষ্টিক চারিত্রিক ও নৈতিক দৃঢ়তা। কার্যসন্তুষ্টি না থাকলে কর্মীবাহিনীর মধ্যে এই মনোবল গড়ে ওঠে না। শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানে সন্তোষজনক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে, যার ফলে কর্মচারিরা ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে সন্তুষ্ট থাকে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অঙ্গীকার বাড়ে ও সার্বিক মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৭। **শিল্পীয় গণতন্ত্র ঃ** শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানে শিল্পীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির মনুষ্য-মর্যাদা, মেধা ব্যবহারের সুযোগ, কর্ম স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাই হলো শিল্পীয় গণতন্ত্র। অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি মানুষকে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনমুখী করে। ফলশ্রুতিতে, প্রতিষ্ঠান লাভ করে কর্মোদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধি।

৮। **জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি ঃ** শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানে শান্তি বজায় রাখে। কর্মীদের কার্যসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে ও মনোবল চাঙ্গা রাখে। উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে ও সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এ সবের ফলশ্রুতিতে দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করে।

সারসংক্ষেপ:

শিল্প সম্পর্ক বলতে শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার শাস্ত্রীয় জ্ঞান। শিল্প সম্পর্ক একটি বহু পাক্ষিক সম্পর্ক যা বহুবিষয় ভিত্তিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয় এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী পক্ষগণের পারস্পারিক সন্তুষ্টি মোতাবেক বজায় রেখে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা। শিল্প সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বহুশাস্ত্রীয় জ্ঞান তেকে আহরিত শাস্ত্র। শিল্পে শান্তি ও উৎপাদন বজায় রাখার জন্য শিল্প সম্পর্ক অপরিহার্য। শিল্প সম্পর্ক নিয়োগকারী -কর্মচারি সম্পর্ক রক্ষাকরণ, শ্রমিক ইউনিয়ন -ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক রক্ষাকরণ, শিল্পীয় শান্তি-উৎপাদনশীলতা রক্ষাকরণ, শিল্পীয় গণতন্ত্র বাস্তবায়ন ও জনসংযোগ কাজগুলো সম্পাদন করে।

পাঠ ১.২ শিল্প সম্পর্কের মডেল ও অন্যান্য বিষয়
Model of Industrial Relations and Others

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মডেল কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের মডেল কী তা বলতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের ডানলপিয়ান মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের মার্ক্সীয় মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের সামাজিক ক্রিয়া মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের মানব সম্পর্ক মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের বরাত বা অভিসম্বন্ধ মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের উডের সিস্টেমস মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের সামাজিক অংশীদার মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্কের সমসাময়িক বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারবেন
- শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপগুলি বর্ণনা করতে পারবেন

সূচনা বক্তব্য(Introduction)

মডেল হলো কোন বিষয়ের ধারণাগত কাঠামো যা যৌক্তিক ভিত্তিতে বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টিকে প্রকাশ করে। শিল্প সম্পর্কের মডেল তেমনই শিল্প সম্পর্কের ধারণা যৌক্তিক ভাবে ব্যাখ্যা করে এবং শিল্পে ও সমাজে শিল্প সম্পর্কের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে। শিল্প সম্পর্ক কি ভাবে উদ্ভব হলো তার নানা ধরনের ব্যাখ্যা নানা বিশারদ নানা ভাবে দিয়েছেন। আমরা সেগুলো নিচে আলোচনা করব। তবে, প্রথমে মডেলগুলোর নাম নিচের ছকে দেখে নিন।

১। ডানলপিয়ান মডেল (Dunlopian Model)
২। মার্ক্সীয় মডেল (Marxist Model)
৩। সামাজিক ক্রিয়া মডেল (Social Action Model)
৪। মানব সম্পর্ক মডেল (Human Relations Model)
৫। বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো মডেল (Frame of Reference Model)
৬। উডের সিস্টেমস মডেল (Wood's Systems Model)
৭। সামাজিক অংশীদার মডেল (Social Partnership Model)
৮। রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল(Political Economic Model)

১। ডানলপিয়ান মডেল (Dunlopian Model)

শিল্প সম্পর্কের এই মডেল সিস্টেমস তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে এবং ডানলপ (১৯৫৮) এই মডেলটি দিয়েছেন। তিনি সিস্টেমস ধারণাকে শিল্প সম্পর্কের একটা বিস্তৃত পরিসরের সমন্বিত মডেল দেয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন। সিস্টেমস তত্ত্ব বলে যে, প্রতিটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কিত ও পরস্পর নির্ভরশীল উপব্যবস্থা বা উপসিস্টেম নিয়ে গঠিত যা একটি সামগ্রিক সত্তা হিসেবে কাজ করে। একই ভাবে, শিল্প সম্পর্কের ডানলপিয়ান মডেল শিল্প সম্পর্ককে সার্বিক সামাজিক ব্যবস্থার একটি উপব্যবস্থা হিসেবে মনে করে। এটি কতকগুলো নির্দিষ্ট চালক /নট, প্রেক্ষাপট , ভাবাদর্শ ও নিয়মাবলী নিয়ে গঠিত যাদের মিথঃক্রিয়ার সমন্বিত প্রকাশ হলো শিল্প সম্পর্ক। নিচে শিল্প সম্পর্কের ডানলপিয়ান মডেলটির

একটা চিত্র দেয়া হলো। উপাদানগুলোর মিথস্ক্রিয়া কিভাবে শিল্প সম্পর্ক সৃষ্টি করে তা চিত্র থেকে বোঝা যাবে। চিত্রটি দেখুন। শিল্প সম্পর্ক একগুচ্ছ বিধি সৃষ্টি করে চালকদের? বা নটদের নিয়ন্ত্রণ করে কার্যক্ষেত্রে ও কার্য সম্প্রদায়ে একজোট রাখে। ডানলপিয়ান মডেল মনে করে যে, এ সকল উপাদানের সমন্বিত উৎপাদ হলো শিল্প সম্পর্ক। এ প্রেক্ষাপটে ডানলপিয়ান মডেল নিম্ন সমীকরণে প্রকাশ করা যায় ঃ

শিল্প সম্পর্ক $= f$(চালক x ভাবাদর্শ x †প্রক্ষাপট? x নিয়মাবলী)

- ❖ **চালক** বা নট হলো মালিক বা ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক-কর্মচারি বা ইউনিয়ন এবং সরকার (বিশেষায়িত সরকারি এজেন্সিসমূহ) যারা শিল্প সম্পর্কের নিয়ামক শক্তি হিসেবে এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যারা শিল্প সম্পর্ক রক্ষার নিয়মাবলী প্রণয়ন করে।
- ❖ **ভাবাদর্শ** হলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যা সমাজ থেকে উদ্ভুত হয় এবং চালকদের নিয়ন্ত্রণ করে। ভাবাদর্শ হচ্ছে শিল্প সম্পর্ক সিস্টেমের মধ্যস্থিত একটা বিশ্বাস যা প্রত্যেক চালকের বা একদল চালকের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করে দেয়। যদি শিল্প সম্পর্ক সিস্টেমের চালকদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি চালকের ধারণার সাথে অন্য চালকদের ধারণা সংগতিপূর্ণ হয়, তা হলে শিল্প সম্পর্ক সিস্টেম স্থিতিশীল হবে। আর যদি সংগতিপূর্ণ না হয়, তা হলে শিল্প সম্পর্ক সিস্টেম অস্থিতিশীল হবে।
- ❖ **প্রেক্ষাপট** হলো একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ও প্রতিষ্ঠানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক অবস্থা যার আবছায়ায় শিল্প সম্পর্ক উদ্ভব হয় ও বিদ্যমান থাকে। এটি চালকদের সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও বাঁধা প্রদান করে। যেমন সংগঠনের কারিগরি চরিত্র, বাজার, সংগঠনের বাজেটীয় সীমাবদ্ধতা, সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্র ও বন্টন ব্যবস্থা, সাংগঠনিক সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো, বৃহত্তর সমাজের সংস্কৃতি ,বৈশ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি শিল্প সম্পর্কের প্রেক্ষাপট তৈরি করে।
- ❖ **নিয়মাবলী** হলো প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও শ্রমিক-কর্মচারিদের নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধানের কাঠামো। এটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ব্যবহার করে মালিক বা ব্যবস্থাপনা, সরকার, মালিক-ইউনিয়ন যৌথ ভাবে বা মালিক-সরকার-ইউনিয়ন যৌথ ভাবে প্রণয়ন করে এবং যা নিয়োগ সম্পর্কের শর্ত ও প্রকৃতি প্রকাশ করে।

ডানলপিয়ান মডেল অনুসারে শিল্প সম্পর্ক সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভুত একটা ধারণা এবং সে কারণে এটি ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি ও অন্যান্য সামাজিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটি দেশের কর্মী, ব্যবস্থাপক ও সরকারের পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। কর্মী সংগঠনগুলো নানা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র গোষ্টি স্বার্থ, শ্রেণী স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ লাভের স্বার্থ নিয়ে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে ব্যবস্থাপনা শোষণমূলক কর্তৃত্ববাদী,দয়ালু কর্তৃত্ববাদী, গণতান্ত্রিক বা অবাধবাদী হতে পারে। সরকার যে আদর্শ গ্রহণ করে তা শিল্প সম্পর্কের ধারণা উদ্ভবে ও প্রয়োগে প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন সরকার পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বা মিশ্রবাদ অনুসরণ

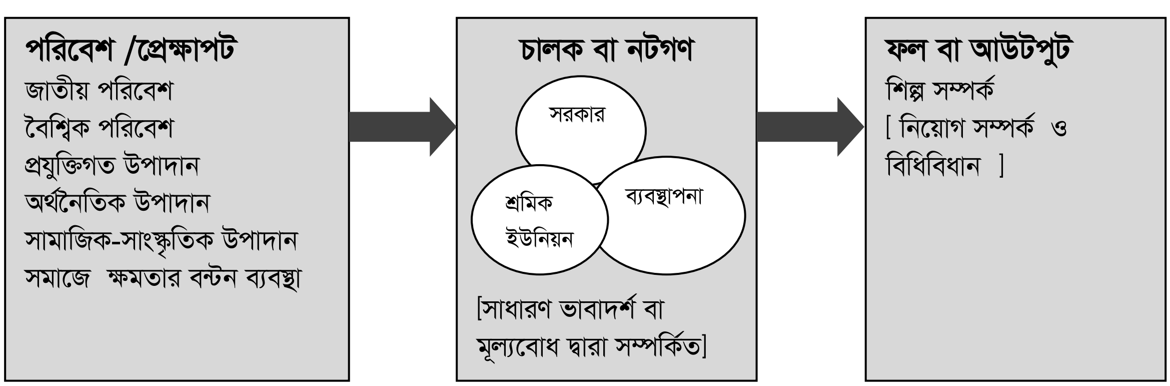

শিল্প সম্পর্কের ডানলপিয়ান মডেল

করতে পারে। আবার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, মুক্তবাজার অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করতে পারে। সরকারি আদর্শ যাই হোক না কেন, শিল্প সম্পর্কের ধরন-ধারণ নির্ধারণে তা ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা জানি শিল্প সম্পর্ক বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার একটা উপব্যবস্থা। একটি উপব্যবস্থা হিসেবে এটি যেমন বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, তেমনই বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা এই উপব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। শিল্প সম্পর্ক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। এ কারণে শিল্প সম্পর্ক একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত।

২। মার্ক্সীয় মডেল (Marxist Model)

কার্ল মার্ক্স প্রদত্ত শিল্প সম্পর্কের মার্ক্সীয় মডেল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মনে করে, সমাজের বুর্জোয়া, সমান্ত বা পুঁজিপতিদের মতো সম্পদশালী শ্রেণী ও শ্রমিক বা সর্বহারাদের মতো সম্পদহীন শ্রেণী বস্তুগত লাভ পাওয়ার জন্য চিরন্তন সংগ্রামে নিয়োজিত আছে। এই সংগ্রাম সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন না হলে চলতেই থাকবে। শিল্প সম্পর্ক এই স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় দ্বান্দ্বিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়।

এই দ্বান্দ্বিক অবস্থা শ্রম বাজারের ফসল যেখানে শ্রমিকরা শ্রম বিক্রি করে ও মালিক বা ব্যবস্থাপকরা শ্রম ক্রয় করে। এখানে শ্রম একটি পণ্য যার মূল্য নির্ধারণের জন্য শ্রমিক ও মালিক দরকষাকষিতে নিয়োজিত থাকে। এই দুইটি স্বার্থ কখনই সমন্বয় করা যায় না। কেননা, উভয় পক্ষ আয় বন্টনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ অংশ বৃদ্ধি করার একটা চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বে নিয়োজিত।

উৎপাদিত পণ্যের মালিকানা থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা শিল্প সম্পর্কের মার্ক্সীয় মডেলে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকরা শ্রম বিক্রি করে, পুঁজিপতিরা তা কিনে নিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এবং উৎপাদিত পণ্যের মালিকানা পায়। আর শ্রমিকেরা তাদের সৃষ্ট পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতা প্রসূত পণ্যের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। এই বঞ্চনা থেকে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা, যা শিল্প সম্পর্ককে একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে রূপান্তর করে।

শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতার পেছনে শ্রম বিভাজন ও কারখানা ব্যবস্থাও দায়ী। শ্রম বিভাজনে একজন শ্রমিক একটি পণ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ তৈরি করে। সে কারণে সে সম্পূর্ণ পণ্যের উপর মালিকানা দাবী করতে পারে না। আবার কারখানা ব্যবস্থায় বৃহদায়তন উৎপাদনের স্বার্থে যান্ত্রিকীকরণের ফলে শ্রমিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় বিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমিকদের এই বিচ্ছিন্নতার চারটি কারণ রয়েছে, যা মানুষের সৃষ্টির মালিকানা পাওয়ার পথে তীব্র বাঁধা তৈরি করেছে। সে প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো ঃ

[১] ক্ষমতাহীনতা, যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণহীন করে;
[২] অর্থহীনতা, যা মানুষকে উদ্দেশ্যহীন বা লক্ষ্যহারা করে;
[৩] একাকিত্ব, যা মানুষকে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিহীন করে;
[৪] স্ববিচ্ছিন্নতা, যা মানুষকে স্বউন্নয়ন করতে দেয় না।

মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সামগ্রিক পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, শিল্প সম্পর্ক হলো পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত বিরোধপূর্ণ সর্বহারা শ্রমিক ও পুঁজিপতি মালিক পক্ষের মধ্যে অধিকতর বস্তুগত লাভ বা আয়ের অধিকতর অংশীদারিত্ব পাওয়ার চিরস্থায়ী সংগ্রামের একটি প্রক্রিয়া।

৩। সামাজিক ক্রিয়া মডেল (Social Action Model)

শিল্প সম্পর্কের সামাজিক ক্রিয়া মডেলটি ম্যাক্স ওয়েবারের সমাজ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সামাজিক ক্রিয়া মডেল অনুসারে শিল্প সম্পর্ক হলো সমাজ কাঠামো ও সামাজিক চালকদের আচরণের মধ্যস্থিত পারস্পারিক সম্পর্ক। সামাজিক চালকসমূহ হলো ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সংঘ ও সরকার। আর সামাজিক কাঠামো হলো বৃহত্তর সমাজের ও শিল্পের ক্ষুদ্র সমাজের সামাজিক ব্যবস্থা। সামাজিক কাঠামো চালকদের সামাজিক কর্মকান্ড সামাজিক রীতিনীতি, আদবকায়দা, বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা জানি মানুষ সামাজিক অবস্থার নাম ও স্বরুপের ব্যাখ্যা প্রদান করে। উপলব্ধির পার্থক্যের কারণে ব্যক্তি ভেদে ও সমাজ ভেদে এই নাম ও ব্যাখ্যা নানা রকম হয়। এক্ষেত্রেও সামাজিক চালক তথা শ্রমিক সংঘ, ব্যবস্থাপনা বা মালিক যে সামাজিক অবস্থায় কাজ করে তার স্ব স্ব সংজ্ঞা দিয়ে থাকে এবং এটিকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে সামাজিক আচরণ ও সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিয়ে

থাকে। যেমন শিল্প শ্রমিকদের কাছে কাজের নানা প্রকার ধারণা বা সংজ্ঞা আছে। এ প্রেক্ষাপটে শিল্প অবস্থা সম্পর্কে চালকদের প্রদত্ত মত ও সংজ্ঞাকে সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই ব্যাখ্যা ধরেই কোন একটা সামাজিক অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য কর্মকান্ডের যাথার্থ্য স্থির করা হয়। ফলে, সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি ও স্বরূপ নানা দেশে নানা রকম হয় ও তার নানা রকম ব্যাখ্যা হয়। যেখানে যাই হোক না কেন, সামাজিক কাঠামো সেই রূপে শিল্প সম্পর্কের নিয়ামক শক্তি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক ক্রিয়া মডেল অনুসারে শিল্প সম্পর্ক সামাজিক চালকসমূহ ও সামাজিক কাঠামোর মিথঃষ্ক্রিয়াজাত পারস্পারিক সম্পর্ক।

৪। মানব সম্পর্ক মডেল (Human Relations Model)

শিল্প সম্পর্কের মানব সম্পর্ক মডেলের প্রবক্তা হলেন এলটন ম্যায়ো। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানিতে পরিচালিত তাঁর বিখ্যাত হথর্ন পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা হতে এই মানব সম্পর্ক মডেলটি প্রদান করেন। মানব সম্পর্ক মডেলের বক্তব্য হলো শিল্প সম্পর্ক কার্য সংগঠনে কর্মরত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের ফসল, যা সংগঠনে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রেখে অর্জন করা যায়। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্মজীবী মানুষের সামাজিক প্রত্যাশারও পরিবর্তন ঘটে। কার্য পরিবেশে এই পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামগ্রিক ভাবে সংগঠনে কর্মরত মানুষের অন্তর্নিহিত সন্তুষ্টি অর্জন করা দরকার। এই অন্তর্নিহিত সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য পেশাগত নৈতিকতার সাথে কাজের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

পেশাগত নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যদি সংগঠনে কাজের স্বাধীনতা, চূড়ান্ত পণ্যের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, অঙ্গীকারের অনুভুতি, অনানুষ্ঠানিক সংগঠন, কার্য সম্প্রসারণ, কার্য উন্নতকরণ, নমনীয় কার্যসময় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহলে,প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা যাবে। পরিশেষে বলা যায়, শিল্প সম্পর্ক হলো বৃহত্তর সমাজের মানব সম্পর্কের একটা প্রকার, যা শিল্পে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে সৌহার্দ্যমূলক ও সামঞ্জস্যমূলক করা যায়।

৫। বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো মডেল (Frame of Reference Model)

শিল্প সম্পর্কের বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো মডেলের প্রবক্তা হলেন এ. ফক্স। বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো মডেলের বক্তব্য হলো শিল্প সম্পর্ক বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামোর উপর নির্ভরশীল, যার ভিত্তিতে ব্যক্তি সার্বজনীনকরণের মাধ্যমে কোন ঘটনা উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করে। বরাত/অভিসম্বন্ধকাঠামো বলতে কোন বিশ্বাস, রূপরেখা,সংস্কৃতি, অগ্রাধিকার,মূল্যবোধ, ও অন্য কিছু যেটি আমাদের অনুধাবন ও বিচারকে পক্ষপাতদুষ্ট করে। অন্য কথায় বলা যায়, বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো হলো অনুমান ও মনোভাবের একটি জটিল সেট, যা আমরা কোন কিছুর অর্থ বোঝার জন্য আমাদের উপলব্ধি পরিশোধন করায় ব্যবহার করি। এই বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো ব্যবহার করে আমরা কোনটি আমাদের কাছে মূল্যবান, কোনটি অত্যাবশ্যক, কোনটি করা সম্ভব, কোন ধারণাটি কার্যক্ষেত্রে কার্যকর ইত্যাদি নির্ধারণ করি। এই বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো আবার একত্ববাদী ও বহুত্ববাদী হতে পারে।

বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো মতবাদ মনে করে শিল্পের কাজ, ব্যবস্থাপনা ধরন, শ্রমিক সংঘ, মানব সম্পর্ক, আইন-কানুন-বিধি-বিধান, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয় কর্মচারিরা যে বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো ব্যবহার করে সেগুলো অনুধাবন করে, ব্যাখ্যা করে ও ভাল-মন্দ বিচার করে সেটি হলো শিল্প সম্পর্ক। এটি শিল্পের নানা পরিবেশগত অবস্থার শ্রমিক-কর্মচারিদের বরাতভিত্তিক ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার নাম হলো শিল্প সম্পর্ক। পরিশেষে বলা যায়, শিল্প সম্পর্ক হলো শিল্পের নানা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো অনুসারে প্রদত্ত ব্যাখ্যা।

৬। উডের সিস্টেমস্ মডেল (Wood’s Systems Model)

শিল্প সম্পর্কের আর একটি মডেল হলো উডের সিস্টেমস্ মডেল। এটি শিল্প সম্পর্কের সিস্টেমস্ মডেল নামে পরিচিত। এটি শিল্প সম্পর্কের ডানলপিয়ান মডেলের একটি সংশোধিত ও বর্ধিত রূপ। শিল্প সম্পর্কের সিস্টেমস্ মডেলটি উড ১৯৭৫ সালে প্রদান করেন। এই মডেলে শিল্প সম্পর্ককে একটি বহুপাক্ষিক সম্পর্ক উদ্ভুত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শিল্প সম্পর্কের একটি সমন্বিত সম্পর্ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উডের সিস্টেমস্ মডেলটি নিচে দেয়া হলো। দেখুন।

শিল্প সম্পর্কের সিস্টেমস্ মডেলের কেন্দ্রে আছে শিল্প সম্পর্ক সিস্টেম (১)। এটি অভ্যন্তরীণ বিধি তৈরির প্রক্রিয়া। এটির ইনপুট হলো দ্বন্দ্ব, আর আউটপুট হলো উৎপাদন কাজের বিধি। এটির বিবেচ্য বিষয় হলো উৎপাদন সিস্টেম, বিশৃংখলা ও শৃংখলা বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

শিল্প সম্পর্কের বাহ্যিক উপাদান দিয়ে গঠিত শিল্প সম্পর্ক সিস্টেম (২), যা সিস্টেমস্ মডেলের শিল্প সম্পর্ক সিস্টেম (১)-কে প্রভাবিত করে এবং সামগ্রিক শিল্প সম্পর্ক সিস্টেমস তৈরি করে। এখানে চালক বা নটগণ হচ্ছে তিনটি - সরকার ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা, ব্যবস্থাপনা বা মালিক ও কর্মচারি ও ইউনিয়ন। প্রত্যেকটি নট বা চালক তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল উপাদানের মিশ্রণজাত সিস্টেম দ্বারা চালিত। সেগুলো হলো তাদের নিজস্ব ভাবাদর্শ -মনোভাব, মূল্যবোধ ও স্বার্থ; ভূমিকা , ক্ষমতার পছন্দ। এই চালকগুলোর মধ্যে ব্যবস্থাপনা, কর্মচারি ও ইউনিয়ন ব্যষ্টিক নট হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শিল্প সম্পর্ক সিস্টেম(১)-কে প্রভাবিত করে।

সরকার ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা শক্তিশালী সামষ্টিক নট বা চালক হিসেবে প্রত্যক্ষ ভাবে শিল্প সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অন্যান্য সামষ্টিক উপাদনসমূহ যেমন বাজার, প্রযুক্তি, রাজনৈতিক-আইনগত, এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান শিল্প সম্পর্কের উপর পরোক্ষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প সম্পর্কের নটগণ সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানের পরোক্ষ প্রভাব ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনা মেনে শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখে।

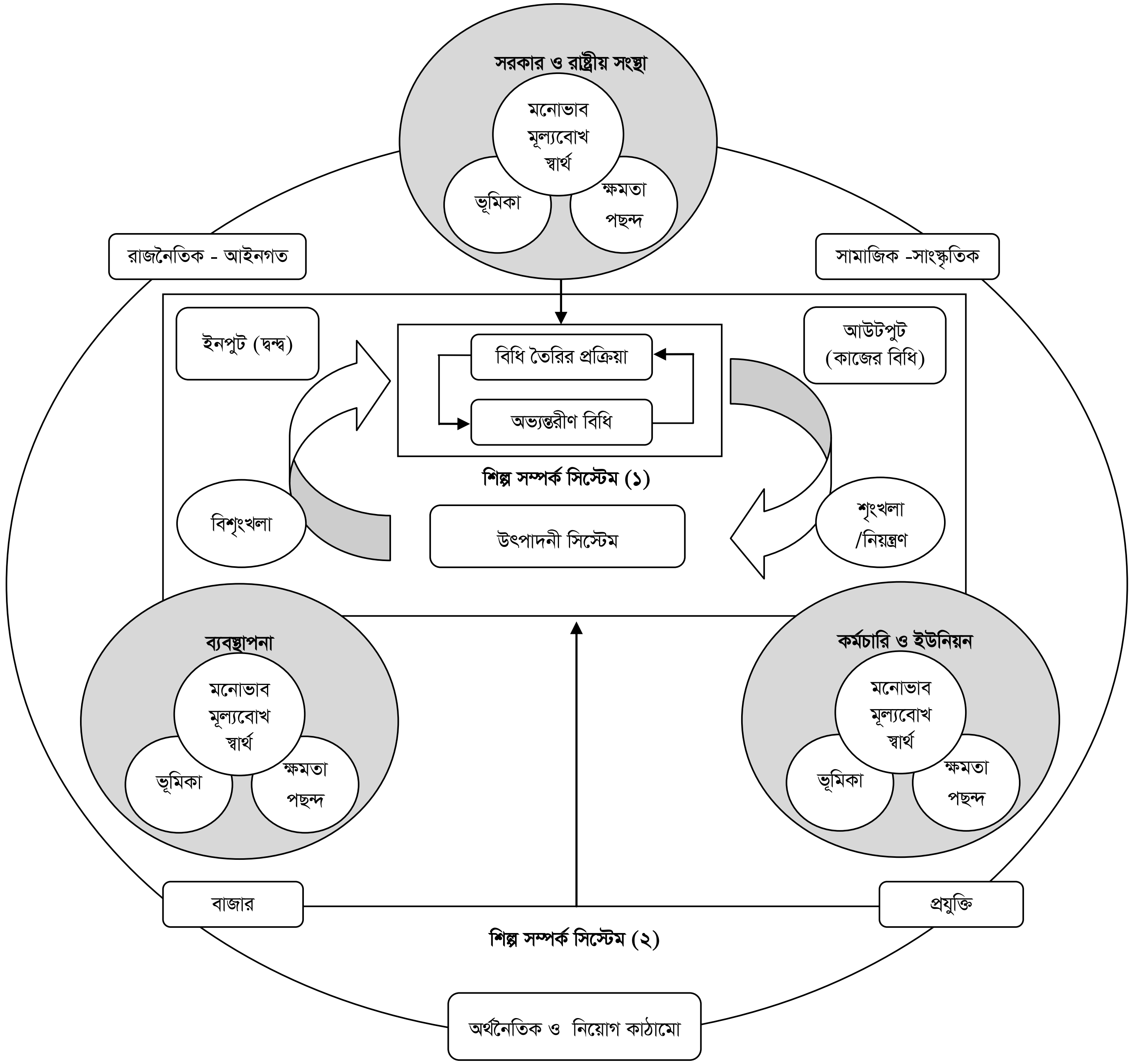

উডশিল্প সম্পর্ক সিস্টেমস মডেল (সূত্রঃ সালামন,২০০০: ১৪)

পরিশেষে বলা যায়, উডের শিল্প সম্পর্ক সিস্টেমস মডেল অনুসারে শিল্প সম্পর্ক একটি পারস্পারিক নির্ভরশীল ও পারস্পারিক সম্পর্কিত ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উপাদানের সিস্টেমস যা দু'টি শিল্প সম্পর্ক সিস্টেমস তৈরি করে এবং সামগ্রিক ভিত্তিতে একটি সমন্বিত শিল্প সম্পর্ক সিস্টেমস হিসেবে কাজ করে।

৭। সামাজিক অংশীদারি মডেল (Social Partnership Model)

শিল্প সম্পর্কের সামাজিক অংশীদারি মডেল ১৯90 দশকে যুক্তরাজ্যে উদ্ভব হয়। আকারস্ ও পেইন (১৯৯৮) এবং টেইলবি ও উইনচেস্টার (২০০০) এই মডেলটির একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তাদের মত অনুসারে সামাজিক অংশীদারি মডেল শিল্প সম্পর্ক নিয়োগকারী এবং কর্মচারি ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে আরও ঐক্যমত্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা এবং সাধারণ লক্ষ্য ও পারস্পারিক সুবিধা অর্জনের প্রতি যৌথ অঙ্গীকার অর্জনের একটি প্রচেষ্টা।সামাজিক

অংশীদারি মডেল সংগঠনের মধ্যে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে কঠিন দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়সহ অন্যান্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করার একটি নতুন পদ্ধতি বা প্লাটফর্ম। শিল্প সম্পর্কের সামাজিক অংশীদারি মডেল শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সমঝোতা ও সহযোগিতার একটি সুসংগঠিত ধারণা যার মাধ্যমে শ্রমশক্তি, প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতির উৎকর্ষ সাধন করা যায়। এই সামাজিক অংশীদারি ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন এক সঙ্গে কাজ করে, মূখ্য স্বার্থসমূহের জন্য সহযোগিতামূলক কাজগুলো সমন্বসাধন করে, কাজ ও মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গভীর ভাবে জড়িত হওয়া থেকে রাষ্ট্রকে মুক্তি দেয় এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যৌথ সমস্যাবলী সমাধান করে। শিল্প সম্পর্কের সামাজিক অংশীদারি মডেলের পাঁচটি অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত উপাদান আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ [১] পারস্পারিক স্বীকৃতি - মালিক ও শ্রমিকদের নানাবিধ স্বার্থের সামাজিক স্বীকৃতি পক্ষদ্বয় প্রদান করবে। [২] গ্রহণ- পারস্পারিক স্বার্থের বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে শ্রমিক সংঘ ও মালিক পক্ষকে উভয় পক্ষ গ্রহণ করে তাদেরকে বৈধতার স্বীকৃতি দিবে। [৩] অংশগ্রহণ -পক্ষগণ যৌথ সহযোগিতা ওপ্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করার জন্য রাজি থাকবে। পক্ষদ্বয়ের অংশীদারিমূলক অংগ্রহণ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণের একটি সংগঠিত ভিত্তি হবে। সব সমস্যা যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধা হবে এই প্রতিতী নিয়ে পক্ষগণ অংশগ্রহণ করবে। [৪] প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো- যৌথ আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতার জন্য একটা নিয়ম ও বিধি, সাংগঠনিক কাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভৌত সুবিধার অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। [৫] পেশাগত প্রশিক্ষণ - ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের নতুন এই অংশীদারি মডেলের নীতি পদ্ধতি এবং তার সাথে জড়িত কার্যসম্পাদনের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই সকল উপাদানের সামগ্রিক সমন্বিত প্রতিক্রিয়ার ফসল হলো শিল্প সম্পর্ক। সামাজিক অংশীদারি মডেলের ছকটি নিচে দেয়া হলো। ছকটি দেখুন।

শিল্প সম্পর্কের সামাজিক অংশীদারি মডেলের পাঁচটি উপাদান পরস্পর সম্পর্কিত। এগুলো মিলে একটা সামাজিক অংশীদারি কাঠামো তৈরি হয়। এই কাঠামো সহযোগিতার বিধি-বিধান, পদ্ধতি ও মতামত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রদান করে। এটি অনুসরণ করে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিরা পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এই মডেলে শিল্প সম্পর্কের উদ্দেশ্য থাকে শ্রমশক্তি, প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতির উৎকর্ষ সাধন করা।

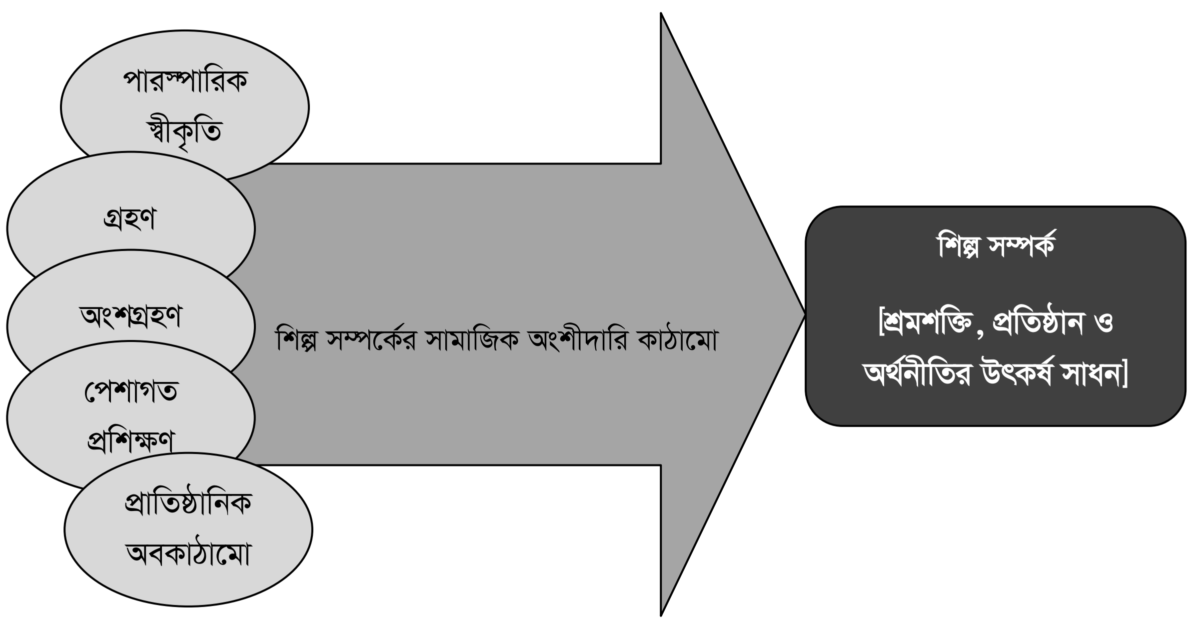

সামাজিক অংশীদারি মডেল

৮। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মডেল (Political Economic Model)

শিল্প সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেলটি শিল্পায়নের পথে অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্রুত শিল্পায়নের সুবিধার্থে উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিদেশী বিনিয়োগ চায়। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য বিশেষ

সুবিধা দেয়া হয়। এ জন্য দেশের সরকার বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অনেক অধিকার খর্ব করে এবং মজুরি ও অন্যান্য কল্যাণ সুবিধায় অনেক ছাড় দেয়। এমন কি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নযোগ্য শ্রম আইন বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হয় না। বিদেশী শিল্প প্রতিষ্টানের জন্য বিশেষ শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয়। অর্থনেতিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে শিল্প সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। শিল্প সম্পর্কে সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, শ্রমিকদের স্বার্থ হানি করে, তাদের অনেক অধিকার দেয় না বরং পুঁজিপতিদের স্বার্থ অধিক সংরক্ষণ করে। এভাবে বিদেশী পুঁজি ও বিনিয়োগ আকর্ষণের পরিবেশ তৈরি করে। এই কারণে এই মডেলটি রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল নামে পরিচিত। পৃথিবীর সকল দেশেই এই শিল্প সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল অনুশীলন করেছে। বাংলাদেশও এখন এই রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল অনুশীলন করছে। এটি সরকারের দর্শন ও দেশের অর্থসামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়। এই মডেলটির একটা ছক নিচে দেয়া হলো।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্প সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল একটি সরকারি হস্তক্ষেপবাদী মতবাদ যার মাধ্যমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে দেশের দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে অথনৈতিক উন্নয়ন ও কর্ম সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়।

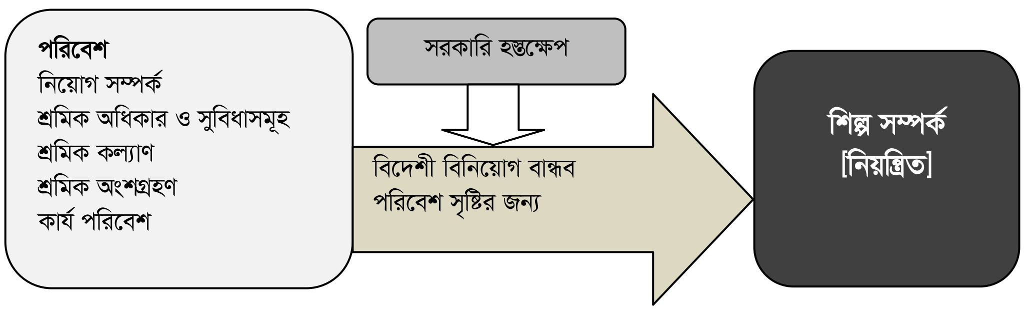

রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল

শিল্প সম্পর্কের মডেলগুলো বর্ননা করার পর এবার শিল্প সম্পর্কের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প সম্পর্কের সমসাময়িক বিষয়সমূহ

Contemporary Issues of Industrial Relations

শিল্প সম্পর্কের সমসাময়িক বিষয়সমূহ নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো পাওয়া গেছে। বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। **নিম্ন মজুরি ঃ** শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি বর্তমান বিশ্বে শিল্প সম্পর্কের একটা উদ্বেগজনক বিষয়। দেশে দেশে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ এখনও সন্তোষজনক নয়। জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে শ্রমিক অসন্তোষ শিল্প সম্পর্ককে ব্যাহত করছে।

২। **শিল্প নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ঃ** শ্রমিক-কর্মচারিদের কার্যক্ষেত্রে শারীরিক, রাসায়নিক ও মানসিক ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য রক্ষা সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়টি যথেষ্ট নয়। দূর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়েও দেশে দেশে সংঘাত আছে। এ কারণে শিল্প নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি শিল্প সম্পর্কের একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে।

৩। **শিল্প আবাসন ঃ** শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-কর্মচারিদের আবাসন সংকট তীব্র। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘিঞ্জি অবস্থায় পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের বসবাস করতে হয়। এত স্বাস্থ্য ঝুঁকিও আছে। ভাল আবাসন ব্যয়ও বেশী পড়ে। শিল্প প্রতিষ্ঠানও তেমন আবাসন সুবিধা দেয় না। ফলে শিল্প সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৪। **মহিলাদের নিয়োগঃ** মহিলা শ্রমিক-কর্মচারি নিয়োগের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মহিলা কর্মচারিদের উপযুক্ত কার্য পরিবেশ ও সুবিধা একটি উদ্বেগের বিষয়। নিয়োগ বৈষম্য, মজুরি বৈষম্য, আচরণগত সমস্যা, যৌন হয়রানি,

পরিবহন সংকট, কার্য সময় ইত্যাদি বিষয় মহিলা শ্রমিক-কর্মচারিদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছে, যার সুষ্ঠু সমাধান দরকার।

৫। **অজ্ঞতা ও অশিক্ষা ঃ** শিল্প শ্রমিক-কর্মচারিদে ক্ষেত্রে এখনও অজ্ঞতা ও অশিক্ষা প্রবল একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে। এ সমস্যার কারণে শ্রমিক-কর্মচারিরা নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এ সমস্যাটি থেকে উত্তরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬। **উপযুক্ত শ্রম আইন ঃ** শ্রমিক-কর্মচারিরা দেশে দেশে উপযুক্ত বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন থেকে বঞ্চিত। মানবাধিকার সংস্থাসমূহ ও শ্রমিক ইউনিয়ন ন্যায্য শ্রম আইনের জন্য আন্দোলন করছে। তবুও উপযুক্ত শ্রম আইন করার জন্য সরকারি উদ্যোগ নেই। বিষয়টি শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে।

৭। **শিল্প পুনর্গঠন ঃ** শিল্প পুনর্গঠন কর্ম হারানোর ঝুঁকি তৈরি করে। আধুনিকীকরণের জন্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ করা হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা শ্রমিক-কর্মচারিদের জন্য কোন বিকল্প কর্ম সুযোগ তৈরি না করেই এটি করছে। ফলে, শিল্প পুনর্গঠন শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

৮। **বয়স্ক শ্রমশক্তি ঃ** দেশে দেশে এখন মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। এ কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বয়স্ক শ্রমিক কর্মচারির সংখ্যা বেড়ে গেছে। ফলে, নতুন এক আচরণিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুযোগ তৈরির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সমসাময়িক কালে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়স্ক শ্রম শক্তি একটি আলোচ্য বিষয়।

৯। **জেন্ডার মজুরি বৈষম্যঃ** সব সমাজে মহিলাদের প্রতি বৈরী মনোভাব ও অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। শিল্প ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিক-কর্মচারিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। জেন্ডার মজুরি বৈষম্য সবচেয়ে প্রবল একটি সমস্যা। একই কাজ করে মহিলারা কম মজুরি পায়। বিশ্বব্যাপী এই জেন্ডার মজুরি বৈষম্য বর্তমানেও শিল্প সম্পর্কেও জন্য উদ্বেগের বিষয়।

১০। **আমরা- তোমরা মানসিকতা ঃ** ঐতিহাসিক ভাবে শ্রমিক ও মালিক পক্ষ দুইটি বৈরী পক্ষ। এ কারণে আমরা- তোমরা মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, যা শিল্প সম্পর্কের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। শিল্প সম্পর্ক বহু বছর ধরে এই বৈরী সম্পর্ককে সৌহার্দ্যমূলক একক 'আমরা' মনোভাব তৈরী করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও 'আমরা- তোমরা' মানসিকতা বিরাজ করছে।

১১। **সংগঠিত খাতে নিয়োগ হ্রাস ঃ** দেশে দেশে সংগঠিত শিল্প খাতে আধুনিকীকরণের জন্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ,স্বয়ংক্রিয়করণ, রবোটিকস্ ও ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে। ফলে, এ সব খাতে নিয়োগ কমে যাচ্ছে। শিল্প সম্পর্কের নতুন সমীকরণ করার দরকার হয়ে পড়েছে।

১২। **প্রযুক্তির কারণে শ্রমিকদের ক্ষমতা ও শ্রমঘন শিল্প হ্রাস ঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে শ্রমিকদের ক্ষমতা ও শ্রমঘন শিল্প হ্রাস পেয়েছে। শিল্প সম্পর্কের উপর এই অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা ও শিল্প সম্পর্কের নতুন আঙ্গিকে নিরূপন করার বিষয়টা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

১৩। **বিশ্বায়নে মালিক - শ্রমিক ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট ঃ** বিশ্বায়নের ফলে স্থানীয় প্রভাব অনেক কমে গেছে। যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের অবাধ চলাচলে স্থানীয় শ্রমিক ইউনিয়নের প্রভাব খর্ব হয়েছে। মালিক পক্ষের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের স্থানীয় অবস্থায় ক্ষমতার যে ভারসাম্য ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বায়নের ফলে মালিক পক্ষের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় শিল্প সম্পর্ক নতুন চাপের মুখে পড়েছে।

১৪। **অসংগঠিত খাতে শ্রমিক ইউনিয়ন সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ** দেশে দেশে অসংগঠিত খাত এতদিন শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মকান্ডের বাইরে ছিল। কিন্তু সংগঠিত খাকে নিয়োগ ও শ্রমিক ইউনিয়নের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অসংগঠিত খাতে শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, এই খাতে শিল্প সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি নতুন ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার আমরা শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ

Measures to Improve Industrial Relations

বাংলাদেশে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের বহুবিধ উপায় আছে। কেননা, শিল্প সম্পর্ক একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। এই সমস্যা কোন একক উপায়ে সমাধান হবে না।বহুমুখী উপায় সমন্বিত আকারে ব্যবহার করতে হবে। যাহোক, নিচে বাংলাদেশে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো-

১। **অগ্রগতিশীল ব্যবস্থাপনাঃ** শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থপনার অগ্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। ব্যবস্থাপনাকে শ্রমিকদের তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্সার জন্য ইউনিয়ন করার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। ব্যবস্থাপনা অগ্রকর্ম করার কৌশল ব্যবহার করবে, যেন শিল্প সম্পর্কের সংকট পূর্বানুমান করে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিয়ে তা বন্ধ করবে। প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাপনায় সমস্যা ও শ্রমিকদের অসন্তোষ বরং আরও বাড়ে।

২। **মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনঃ** শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের আর একটি পদক্ষেপ হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানে আধুনিক মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শ্রমিক-কর্মচারিদের কর্মী মনে না করে মানব সম্পদ মনে করে এবং তাদেরকে আর্থনৈতিক -সামাজিক- মনস্তাত্ত্বিক এই ত্রিমাত্রিক সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে, মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও শিল্প সম্পর্ক আন্তরিক ও সৌহার্দ্যমূলক হয়।

৩। **শক্তিশালী ও দৃঢ় ইউনিয়নঃ** প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় ইউনিয়ন ভাল শিল্প সম্পর্কের জন্য অত্যাবশ্যক। মালিকরা দুর্বল ইউনিয়নকে শ্রমিকদের যথার্থ প্রতিনিধি না বলে খুব সহজে অবহেলা করতে পারে। এদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিও বহুসংখ্যক শ্রমিকের সমর্থনের অভাবে বলবৎ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণে শক্তিশালী ও দৃঢ় ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আবশ্যক।

৪। **পারস্পারিক আস্থার পরিবেশঃ** শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের একটা শক্তিশালী পদক্ষেপ হলো ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পারিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া। এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা, আস্থা, ও শ্রদ্ধাবোধ থাকবে। ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদের অধিকার বজায় রাখবে, শ্রমিকরাও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কাজ করবে। শিল্প বিরোধও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হবে। তাহলেই উত্তম শিল্প সম্পর্ক বজায় থাকবে।

৫। **ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী যেমন শ্রমিক নির্বাচন, পদোন্নতি, কর্মচ্যুতি, বদলি, প্রশিক্ষণ, শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বৈষম্যহীন নীতিমালার ভিত্তিতে পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে শ্রম অশান্তি হবে না। প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করলে শিল্প সম্পর্ক ভাল থাকবে ও উন্নত হবে।

৬। **শিল্পীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনকরণঃ** শিল্পীয় গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠানে একটি সৌহার্দ্যমূলক ও স্বতঃস্ফুর্ত কার্যপরিবেশ সৃষ্টি করে, শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অংশীদার করে এবং তাদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে। ফলশ্রুতিতে, শ্রমিকরা মালিক বা ব্যবস্থাপনার সাথে একাত্মতা বোধ করে ও প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে মনে করে। এ কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহেশিল্পীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করলে শিল্পে গণতান্ত্রিক ও মানবীয় পরিবেশ বজায় থাকবে, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে ও শক্তিশালী শিল্প সম্পর্ক বজায় থাকবে।

৭। **সুষ্ঠু কর্মী নীতিমালাঃ** আমরা জানি শিল্প সম্পর্ক হলো শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার শাস্ত্রীয় জ্ঞান। মূল পক্ষদ্বয় হলো শ্রমিক ও মালিক। তাই, কর্মী সংক্রান্ত নীতিমালা শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে আলাপ করে প্রণয়ন করতে হবে। এই পলিসি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং এত যেন কারো কোন অস্পষ্টতা বা ভুল বোঝাবুঝি না থাকে। এই পলিসি সংগঠনের সর্বত্র সমভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তা হলে শিল্প সম্পর্ক ভাল থাকবে।

৮। **অভিযোগ নিস্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ ঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ পরিচালনা ও নিস্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন শ্রমিক কর্মচারির কোন অভিযোগ থাকলে সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় দ্রুত সমাধান করার ব্যবস্থা থাকলে ও তা বাস্তবে প্রতিফলিত হলে শ্রমিক-কর্মচারিরা খুশী থাকে। এছাড়া, অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। তা হলে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অসন্তোষ থাকবে না এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নত হবে।

৯। **ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ঃ** শ্রমিকদের বহুদিনের দাবী হচ্ছে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানে শিল্পীয় গণতন্ত্র, কারখানা কমিটি, যৌথ পরামর্শ বা অন্য যে কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তা হলে তাদেও মধ্যে যোগাযোগ বাড়বে, দুরত্ব ও মতপার্থক্য কমবে। ফল স্বরুপ শিল্প সম্পর্ক উন্নত হবে।

১০। **দায়িত্বশীল ইউনিয়ন ঃ** ভাল শিল্প সম্পর্কের জন্য শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন দরকার। বৈধ চুক্তি প্রতিপালনে, নিজ নিজ কার্য দায়িত্ব পালনে,সাংগঠনিক সংস্কৃতি মেনে চলতে, কোন রকম ক্ষয়ক্ষতি না করতে, সর্বপরি সংগঠনের উন্নতিতে অবদান রাখতে শ্রমিক সংঘকে শ্রমিকদের উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য শ্রমিক সংঘ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কাজ করবে। শ্রমিক ইউনিয়নের এই দায়িত্বশীল আচরণে শিল্প সম্পর্কের উন্নতি হবে।

১১। **সন্তোষজনক মজুরি ব্যবস্থা বাস্তবায়নঃ** শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন করার একটি কার্যকর উপায় হলো শ্রমিকদের ন্যায্য ও সন্তোষজনক মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা। যে কোন দেশে শিল্প সম্পর্ক ভাল করার শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে উপযুক্ত মজুরি ব্যবস্থা। সে কারণে শ্রমিক-কর্মচারিদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সন্তোষজনক মজুরি ও ভাতা ব্যবস্থা চালু করলে শিল্প সম্পর্ক উন্নত হবে।

১২। **মানবিক তত্ত্বাবধানঃ** শ্রমিক-কর্মচারিরা তত্ত্বাবধায়কদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এ কারণে তত্ত্বাবধায়কদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্রমিক-কর্মচারিদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভের কারণ হয় এবং শিল্প সম্পর্ক নষ্ট করে। সে কারণে তত্ত্বাবধায়কদের আচরণ যদি মানবিক ও নিয়মতান্ত্রিক হয় ও তাদের তত্ত্বাবধায়ন যদি সহায়তামূলক ও নিরপেক্ষ হয়, তবে নিঃসন্দেহে শিল্প সম্পর্ক উন্নত হবে।

১৩। **সন্তোষজনক কার্যপরিবেশ প্রতিষ্ঠা ঃ** কার্যক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও আরামপ্রদ কার্যপরিবেশ উত্তম শিল্প সম্পর্কের পূর্বশর্ত। এ জন্য শিল্প সম্পর্কের উন্নতি করতে হলে এ বিষয় সম্পর্কে আইন ও বিধি মেনে সন্তোষজনক কার্যপরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া, ব্যবস্থাপনা স্বউদ্যোগে অগ্রগামী হয়ে নতুন কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে। সার্বিক ফল হিসেবে শিল্প সম্পর্ক উন্নত হবে।

১৪। **মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে খোলামেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ** মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পারস্পারিক ভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা করে, উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সৌহার্দ্যমূলক করে ও ভুল বোঝাবুঝি হ্রাস করে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তা হলে যোগাযোগ হবে স্বচ্ছ ও দ্রুত। এ জন্য শিল্প সম্পর্কের উন্নতি করতে হলে প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে খোলামেলা ও ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

১৫। **আন্তরিক যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা ঃ** শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা নিষ্ঠার সাথে মুক্ত ভাবে, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সমস্যার সমাধান করবে। সমতার ভিত্তিতে এই দরকষাকষি করতে হবে। মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নকে যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থাকে সমস্যা সমাধানের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করলে অনেক সমস্যা মিটে যাবে ও শিল্প সম্পর্ক উন্নত হবে।

১৬। **সরকারের সহায়ক ভূমিকা ঃ** সরকারকে শিল্প শান্তি বজায় রাখার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। দরকার মতো শ্রম আইন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে জনস্বার্থে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

১৭। **নিষ্ঠার সাথে চুক্তি বাস্তবায়ন ঃ** শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের মধ্যে কোন চক্তি হলে তা উভয় পক্ষকেই নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। কোন রকম অবহেলা বা বিলম্ব শমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করবে। এ জন্য চুক্তির যথাযত প্রতিপালন শিল্প সম্পর্ক ভালো করার জন্য জরুরী।

সারসংক্ষেপঃ

শিল্প সম্পর্কের মডেল শিল্প সম্পর্কের ধারণা যৌক্তিক ভাবে ব্যাখ্যা করে এবং শিল্পে ও সমাজে শিল্প সম্পর্কের উদ্ভবের

কারণ ব্যাখ্যা করে। শিল্প সম্পর্কের সাতটি মডেল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মডেলগুলো হলোঃ ডানলপিয়ান মডেল, মার্ক্সীয় মডেল , সামাজিক ক্রিয়া মডেল, মানব সম্পর্ক মডেল ,বরাত/অভিসম্বন্ধ কাঠামো মডেল, উডের সিস্টেমস মডেল, সামাজিক অংশীদার মডেল এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মডেল। শিল্প সম্পর্ক নিয়ে সমসাময়িক কালের আলোচ্য বিষয়ের কয়েকটি হলো নিম্ন মজুরি,শিল্প নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিল্প আবাসন,মহিলাদের নিয়োগ, অজ্ঞতা ও অশিক্ষা, উপযুক্ত শ্রম আইন ইত্যাদি। শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার কয়েকটি হলো - অগ্রগতিশীল ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন,শক্তিশালী ও দৃঢ় ইউনিয়ন,পারস্পারিক আস্থার পরিবেশ,ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ,শিল্পীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনকরণ ইত্যাদি।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১। শিল্প সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়?
২। শিল্প সম্পর্কের উপাদানসমূহ কি কি ?
৩। শিল্প সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও।
৪। শিল্প সম্পর্কের বিষয়বস্তু আলোচনা কর।
৫। শিল্প সম্পর্ক একটি 'কুড়িয়ে পাওয়া শাস্ত্র' কেন ?
৬। শিল্প সম্পর্কের উদ্দেশ্যাবলী কি কি?
৭। শিল্প সম্পর্কের কাজগুলো কি কি?
৮। শিল্প সম্পর্কের গুরুত্ব কী ?
৯। শিল্প সম্পর্কের আওতা বর্ণনা করুন।
১০। মডেল কাকে বলে ?
১১। শিল্প সম্পর্কের মডেল কী ?
১২। শিল্প সম্পর্কের ডানলপিয়ান মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।
১৩। শিল্প সম্পর্কের মার্ক্সীয় মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।
১৪। শিল্প সম্পর্কের সামাজিক ক্রিয়া মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।
১৫। শিল্প সম্পর্কের মানব সম্পর্ক মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।
১৬। শিল্প সম্পর্কের বরাত বা অভিসম্বন্ধ মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।
১৭। শিল্প সম্পর্কের উডের সিস্টেমস মডেল ব্যাখ্যা করুন।
১৮। শিল্প সম্পর্কের সামাজিক অংশীদার মডেল ব্যাখ্যা করুন।
১৯। শিল্প সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থনেতিক মডেল ব্যাখ্যা করুন।
২০। শিল্প সম্পর্কের সমসাময়িক বিষয়গুলো আলোচনা করুন।
২১। শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপগুলি বর্ণনা করুন।